International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Special Issue, June 2023, Page No. 90-92
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.iSpecial.2023.90-92

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা: 73তম সংবিধান সংশোধন

সন্দীপ সরকার
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Most of India's citizens live in rural areas. For a long time these people were self-reliant and self-governing. Which was destroyed during the British period. But later they also realized that failure to introduce rural governance would soon lead to their destruction. Hence rural autonomy was introduced in India by Ripon and nationalist leaders realized the need for panchayat system. After independence the Panchayat system was mentioned in the state directive policy. Recently the Panchayat system has been made mandatory in the 73rd Constitutional Amendment. With the establishment of this Act, Panchayats have extended their constitutional status and democracy to lower levels.

Keywords: স্বায়ত্তশাসন, জনগণ, গ্রামস্বরাজ, বিকেন্দ্রীকরণ।

ভারতের মতো এত বৃহৎ উন্নয়নশীল দেশে জনগণের কল্যাণ সাধন ও ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ সাধনের জন্য স্বায়ত্তশাসনের বিকল্প নেই। তাই প্রতিটি দেশে এই স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। এছাড়া গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রশাসনের কেন্দ্রীকরণের পরিবর্তে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ অধিকতর জরুরী। কারণ জনগণের কল্যাণার্থে ক্ষমতার কেন্দ্রিকরণ ঘটালে জনগণের সামগ্রিক সমস্যা কখনোই উঠে আসবে না। তাই দরকার বিকেন্দ্রীকরণ প্রশাসন যার মাধ্যমে জনগণ নিজেদের সমস্যা তুলে ধরবে। তাই গান্ধীজী গ্রাম স্বরাজের কথা বলেছেন কারণ আমাদের দেশ গ্রাম ভিত্তিক। গ্রামীণ প্রশাসনের উন্নয়ন ঘটলেয় সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়ন ঘটবে। তাছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম সোপান ই হল স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থা। স্থানীয় অধিবাসীরা যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে শাসন কার্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা বলে। এই কার্যের সঙ্গে জনগণ সরাসরি অংশগ্রহণ করে বলে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। তাছাড়া এই বিপুল জনসংখ্যা বিশিষ্ট দেশের সমস্যা ও প্রচুর তাই এককভাবে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের পক্ষে উক্ত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয় তাই দরকার স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ। কারণ গ্রামাঞ্চলের সমস্যা গুলি দিল্লি বা কলকাতা থেকে বসে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়,তাই সেই অঞ্চলের মানুষ জন যদি এই কার্যে অংশ নেয় তবে আসল উন্নয়ন সম্ভব।

তবে ভারতের এই স্বায়ত্তশাসন আজকের নয় এর সুপ্রাচীন ঐতিহ্য আছে। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। প্রাচীন ভারতে গ্রাম পঞ্চায়েত হল পুরোপুরি ভারতীয় স্বায়ত্তশাসন মূলক প্রতিষ্ঠান। মহাত্মা গান্ধী young india পত্রিকায় panchayats in pre-independence day শীর্ষক লেখায় মন্তব্য করেছেন "panchayat has an ancient flavour it is a good work...it represents the

system,by which the innumerable village republics of India were governed." প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম রাজনৈতিক সংস্থা হল গ্রাম। এই গ্রামগুলোতে সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন সভা সমিতি পঞ্চায়েত প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান বর্তমান। যা মনু কৌটিল্য শুক্রাচার্যের রচনা থেকে সম্যক ভাবে অবহিত হওয়া যায়। আবার মারাঠা যুগে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামীণ জনজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করত। তবে উনিশ শতকের শেষ ভাগে ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ব্রিটিশরা স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজস্ব সংগ্রহের হাতিয়ারে পরিণত করে। ব্রিটিশ আমলের দু ধরনের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মূলক প্রতিষ্ঠান ছিল যথা পৌর ও গ্রামীণ। ভারতে পাশ্চাত্য ধাঁচে প্রথম পৌর স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৮৭ সালে মাদ্রাজে। তার পরবর্তীকালে ১৭২৬ ও ১৭৯৩ সালে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কলকাতা মুম্বাই প্রভৃতি শহরে পৌর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। ব্রিটিশ আমলে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় এ প্রসঙ্গে তিনটি আইন প্রানিধান যোগ্য যথা ১৮৭০ সালে গ্রামীণ চৌকিদার আইন এই আইন দ্বারা বঙ্গদেশে প্রথম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় গ্রামীন স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত আইন অনুসারে তিন স্তরের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ গড়ে তোলা হয় যথা জেলা বোর্ড, স্থানীয় বোর্ড এবং ইউনিয়ন কমিটি। আবার ১৯১৯ সালে বঙ্গীয় গ্রামীন স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত আইন যার ফলে ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। যার হাতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। যদিও ব্রিটিশ আমলে গঠিত এই পৌর ও গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন মূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে জনগণের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে ভারত সরকার জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্য প্রয়াসী হয়। এবং জাতীয় নেতৃবৃন্দ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কে সরকারের অন্যতম কর্তব্য বলে মনে করে। ফলে ভারতীয় সংবিধানের ৪০ নম্বর ধারায় গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন ও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এবং গ্রামীন স্তরে নিজ সরকারের বাস্তবায়ন অধ্যয়ন করার জন্য ভারত সরকার বেশ কয়টি কমিটি নিয়োগ করেছিল। যথা বলবন্ত রাই মেহতা কমিটি যা ১৯৫৬ সালে গঠিত হলেও এই কমিটি ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে কিছু সুপারিশ প্রদান করে। যথা-

1) ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।
2) গ্রাম পঞ্চায়েত প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে যেখানে পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হবে

পরবর্তীকালে ১৯৭৭ সালে ভারত সরকার ভারতে ক্ষয়িষ্ণু পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত ও শক্তিশালী করার জন্য অশোক মেহতা কমিটি নিযুক্ত করে। যার মূল সুপারিশ ছিল পঞ্চায়েতি রাজ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলসমূহের খোলাখুলি অংশগ্রহণ, ক্ষমতার অধীকতর বিকেন্দ্রীকরণ ব্যাপারে সাংবিধানিক সুরক্ষা, উন্নয়নমূলক প্রকল্প সমূহে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণ প্রভৃতি। এছাড়াও আশির দশকে এলাকার উন্নয়নমূলক বিবিধ পরিকল্পনায় পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান গুলিকে সংযুক্ত করার ব্যাপারে উদ্যোগ আয়োজন শুরু হয়। এই উদ্দেশ্যে উপায় পদ্ধতি সুপারিশ করার জন্য একাধিক কমিটি গঠন করা হয়। এই সমস্ত কমিটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সি এইন হনুমন্তরাও ওয়ার্কিং গ্রুপ ১৯৮৩,জি ভি কে রাও কমিটি ১৯৮৫,এল এম সিংভি কমিটি ১৯৮৬ প্রভৃতি। তবে মূলত বলবন্ত রায় মেহেতা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত হয়।

এরপর ১৯৯৩ সালের ২৪ এপ্রিল আসে সেই দিন যেদিন স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার একটি নতুন অধ্যায় শুরু হয়। ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনী আইন কার্যকরী হওয়ায় সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়। যে গ্রাম রাজ্যের স্বপ্ন গান্ধী দেখেছিলেন তা কিছুটা বাস্তবায়িত হয়। তবে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও যেখানে ভারতের অর্থনীতি পাশ্চাত্যের অনুগ্রহ ও ঋণের উপর নির্ভরশীল,ভারতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থা পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ভারতের গণমাধ্যম পাশ্চাত্য ও পুঞ্জিপতি শ্রেণীর চাপে সংকুচিত,ভারতের সমাজ আজও কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ভারতের রাজনীতির প্রধান চালিকাশক্তি আজও ধর্ম জাত ইত্যাদি। এমতাবস্থায় ভারতের প্রশাসন ও রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা জনগণকে শাসন কার্যে অংশগ্রহণ করানো এবং গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালে পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়। এই ৭৩ তম সংশোধনে যে সমস্ত দিকগুলি দেখতে পাই সেগুলি হল-

1) গ্রাম সভা গঠন।
2) ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত গঠন।
3) প্রতিনিধিত্বের বয়স ২১ বছর।
4) sc,st দের জন্য জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে আসন সংরক্ষণ এবং মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ।
5) পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির নির্বাচন পরিচালনা করবে রাজ্য নির্বাচন কমিশন।
6) পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার কার্যকাল পাঁচ বছর।
7) প্রতি রাজ্যে পাঁচ বছর অন্তর রাজ্য অর্থ কমিশন গঠন যা পঞ্চায়েতের সম্পদ সংগ্রহের সংকটকে দূর করবে।

এই 73তম সংবিধান সংশোধনের গুরুত্ব যথেষ্ট রয়েছে। এই গুরুত্বগুলিকে কয়েকটি দিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে। এই সংশোধনীর পূর্বে ৪০ নম্বর ধারায় পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও তা শুধুমাত্র সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতির অন্তর্ভুক্ত থাকায় সরকার কখনোই বাধ্য ছিল না এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার জন্য কিন্তু এই সংশোধন পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিকে শুধু সাংবিধানিক মর্যাদা দেয়নি তার সঙ্গে সরকারকে বাধ্য করেছে প্রতিটি রাজ্যে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা করতে। আবার এই আইনে গ্রাম সভার প্রতিষ্ঠা বাধ্যতামূলক হওয়ার ফলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সামাজিক ভিত্তি অনেক বেশি সম্প্রসারিত ও সুদৃঢ় হয়েছে বলে মনে করা হয়। এবং তৃণমূল স্তর পর্যন্ত গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করা সম্ভব হয়েছে।তাই ৭৩ তম সংবিধান সংশোধন ভারতবর্ষের গ্রামীণ স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

Reference:

1) প্রামানিক নিমাই, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের রুপরেখা,ছায়া প্রকাশনী(2019)
2) মহাপাত্র অনাদিকুমার, ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি,সুহৃদ পাবলিকেশন(1991)
3) ঘোষ সোমা, জনপ্রশাসন তত্ত্ব ও প্রয়োগ, প্রগতিশীল প্রকাশক (2012)
4) চক্রবর্তী দেবাশীষ গণপ্রশাসন পরিচলন ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা, সেন্ট্রাল এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড(2013)
5) ঘোষ হিমাংশু , সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি ও প্রশাসন